জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮ই পৌষ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 23rd Dec, 1953 | ৩০শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২২,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই পৌষ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

"বুঝবে কি আর ম'লে!"

—•—

যখন কর্জ্জন সাহেব বাঙলাকে দু'টুক্‌রো কর্‌তে চেয়েছিল—তখন সেকালের স্বদেশী যাত্রাগায়ক ৺মুকুন্দ দাস বঙ্গবাসী জনগণের জাগরণের জন্য চোকে আঙ্গুল দিয়ে নিজেদের ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে গেয়েছিলেন—

"বুঝবে কি আর ম'লে!
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে,
এক দম দফা সেরে দিলে।
বুঝবে কি আর ম'লে!

ছিল ধান গোলা ভরা,
শ্বেত ইঁদুরে করলে সারা,
চোকের ঐ চশমা জোড়া
দেখ বাবু খুলে—

ধন নিয়েছে মান নিয়েছে
হাত দিয়েছে কুলে—
ডু ইউ নো, ডেপুটি বাবু,
ইওর হেড্ ফিরিঙ্গীর জুতোর তলে,
বুঝবে কি আর ম'লে!

খেতে ভাত সোনার থালে,
এখন তুষ্ট এনামেলে,
সাধে কি গাল দেয় ওরা
ব্লাডি, ড্যাম্, আর ফুলিস্ বলে,
বুঝবে কি আর ম'লে!

গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে গান প্রচার হ'য়ে সাহেবীয়ানা চাল ছাড়ার জন্য লোকে বদ্ধপরিকর হ'তে লাগলো। বিদেশী বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহণ লোকের ব্রত হ'য়ে উঠলো। চমকে উঠলো বিলাতী কর্ত্তারা। 'সামাল সামাল' ডাক পড়ে গেল ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে। কোন বিলাতী মাল বাংলা, বাংলার কলকাতা হ'তে ভারত, যদি না নেয় তবে ইংরাজের হাঁড়িতে হাত পড়বে। বঙ্গ ভঙ্গ খেয়াল ছাড়লো ইংরেজ সরকার। দেশ স্বাধীন হবার আগে সাদা ভূতেদের 'কুইট ইণ্ডিয়া! কুইট ইণ্ডিয়া!' বলে দেশ ছেড়ে যেতে বলা হলো। দেশ স্বাধীন হলো। যে স্বাধীনতাকে এখন বহু কষ্টে অর্জ্জিত স্বাধীনতা বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। সেই স্বাধীন ভারতের শাসনকর্ত্তার পদে থাকলো কিন্তু মুকুন্দ দাসের কথিত সাদা ভূত। সে ঘাড়ে হ'তে নামলো না। মনে হয় আর সব ভূত ছেড়ে যাবার সময় একেই ভার দিয়ে গেল—"যেন আমরা আবার সাদা ভূতের আড্ডা এখানে গাড়্‌তে পারি তার উপায় করে তবে এদের ঘাড় হ'তে নামবে!"

কাশ্মীর নিয়ে খেলা আরম্ভ হলো। হানাদারেরা কাশ্মীর আক্রমণ করলো। সৈন্যরা হানাদারদের তেড়ে প্রায় দেশের বাহির ক'রে দিয়েছে, এমন সময় সাদা ভূত কায়দা ক'রে সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার ফন্দী করলো। হানাদারেরা কিছুদিন পরে পাকীস্থানীতে পরিণত হলো।

তখন সাদা ভূত হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে পরামর্শ দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এদের নামে নালিশ করা যাক জাতিসঙ্ঘের এজলাসে। যেখানে ষোল আনা প্রভুত্ব ইঙ্গ-মার্কিন দলের। গৃহস্থের বাড়ীতে পড়লো ডাকাইত। ডাকাইত কিছু লুটও করলো। লুটের মাল ডাকাতের কি গৃহস্থের এরও বিচার করাতে যায়, যে গৃহস্থ, তার ঘাড়ে ভূত চেপেছে না-তো কি সে সজ্ঞানে আছে, বল্‌তে হবে। ভূতের দলের আদালতে বিচার মুলতুবী থাকলোই। আবার বিচারক দলের সঙ্গে হানাদারদের স্থলাভিষিক্ত মিঞা ভায়েরা সামরিক সাহায্য চুক্তি করে বা করেছে। এর খারাপ পরিণতি রোধ করার জন্য সদলবলে দৌড়াদৌড়ি সুরু হয়ে গেছে। কাঁধের ভূত সব দিকে ঘাড়ে চেপে আছে। যত রকম পরিকল্পনা করা হয়েছে, সবগুলিতে এই সাদা ভূতের দল কাঁধে চেপে আছে।

বাঙলা, ভূতেদের সব জিনিস বর্জ্জন ক'রে ভূতকে সে যুগে কায়দায় এনেছিল। এখন এই কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতার যুগে গত বৎসরই নাকি ৩৫ কোটি টাকার কেবল সিগারেটই সাদা ভূতের কাছ থেকে এনে স্বাধীন দেশ প্রাণ ভরে ফুঁকেছে। আবার সবকে সদুপদেশ বিলি করা হচ্ছে দেশে অর্থনীতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কলকাতার উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ—কংগ্রেসের সাধারণের সঙ্গে যোগের অভাব বলে যিনি বর্ণনা করে গেলেন—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্ত করার বিরোধিতা তাঁর সাম্প্রদায়িকতাবিহীন অসাম্প্রদায়িক (?) ১৯ বৎসরের বন্ধুর বিরুদ্ধে মত দেওয়া হবে বলে নয় কি? এই তদন্তে বাধা দেওয়াই উপনির্ব্বাচনে পরাজয়ের কারণ একথা বলার মত লোক বুঝি বাঙলা কংগ্রেসে কেহ নাই।

স্বাধীনতা লাভের পরও সাদা ভূতের দলকে কাঁধে হ'তে না নামানো যত কষ্ট ও আতঙ্কের মূল। সার কেলেঙ্কারী, জিপ কেলেঙ্কারী, প্রিফেব্রিকেটেড ঘর কেলেঙ্কারী এবং এই রকমের বহু কেলেঙ্কারীতে সাদা ভূতের দেশে কত টাকা নিক্ষেপ করা হয়েছে তা যোগ দিয়ে একবার আত্মদর্শন করলে আর পরের ঘাড়ে দোষ দেওয়ার প্রবৃত্তি কমে আসবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি যিনি মানেন না, বা জানেন না, তাঁর পক্ষে ভারত-শাসন-কার্য্য এমনি বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা চিরদিন শত্রুতা করলো, তাদের তোষণ করা সাম্প্রদায়িকতার কাছে মস্তক অবনত করা একই জিনিষ।

ভারতীয় রাজনীতি বলে—

শত্রুণা নহি সন্দধ্যাৎ
সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।
সুতপ্তমপি পানীয়ং
শময়ত্যেব পাবকং॥

শত্রুর সহিত খুব সংযুক্ত হইয়াও সন্ধি করবে না। তার প্রমাণ দিয়ে পণ্ডিতেরা বলেছেন—আগুন জলকে যতই গরম করুক না কেন, সুতপ্ত জলও আগুনকে নির্ব্বাপিত কর্‌বেই।

স্বল্প সঞ্চয়

গত অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জিলায় মোট ৩৬,৯১,৭৮৫৲ টাকার ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে।

শোক সংবাদ

গত ১৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি তিন ঘটিকার সময় কাঞ্চনতলার স্বনামধন্য জমিদার বাবু শচীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কলিকাতা ৩১/এ কালীঘাট রোড বাস ভবনে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া নশ্বর মানবদেহ ত্যাগ করতঃ কাম্যধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রায় ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি একমাত্র পুত্র শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়, একটি কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন চিফ জাষ্টিস্ স্বর্গীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা অমিয়-বালা রায় ছিলেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী। তিনি তাঁহার স্ত্রীধন ব্যয় করিয়া কাঞ্চনতলায় শিবমন্দির নির্ম্মাণ করতঃ গৌরীশঙ্কর নামক শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। পত্নীবিয়োগের পর শচীন বাবু সহ-ধর্ম্মিণীর প্রতিষ্ঠিত শিবের সেবারাধনার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।

ধুলিয়ান মিউনিসিপালিটির, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের আসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ধুলিয়ান-কাঞ্চনতলায় হেলথ সেণ্টার স্থাপনের জন্য তিনি ১৬ বিঘা জমি অর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া পুত্র সমরেন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছেন যদি হেল্‌থ সেণ্টার না হয়, তবে অন্য কোনও সৎ-প্রতিষ্ঠানের জন্য উক্ত জমি যেন দেওয়া হয়। তিনি কাঞ্চনতলার উন্নতির জন্য বহু স্বার্থ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শচীন বাবুর অভাবে ধুলিয়ান-কাঞ্চনতলার যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করি।

ট্রাম-কর্ম্মীদের বোনাস প্রদান

পাশ্চমবঙ্গ সরকারের অনুরোধক্রমে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের লণ্ডনস্থ ডাইরেক্টারগণ কর্ম্মচারীদিগকে এক মাসের বেতনের এক-চতুর্থাংশ আর এক কিস্তি বোনাস হিসাবে প্রদান করার জন্য তাঁহাদের কলিকাতাস্থিত এজেণ্টকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতেই ইহা কর্মীদিগকে প্রদান করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতার নূতন শেরিফ

ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব সলিসিটর শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মিত্র ১৯৫৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারীও ছিলেন। তাঁহার ঠিকানা ২নং হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিলে সম্মতি দান

রাজ্যপাল ১৯৫৩ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলারের কার্য্যকাল বৃদ্ধি) বিল, বঙ্গীয় মিউনিসিপাল (সংশোধনী) বিল, ও পশ্চিম বঙ্গ অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) বিলে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

জঙ্গীপুর কলেজ উন্নয়ন লটারী

(গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত)

টিকিটের মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

অন্যূন এক লক্ষ টাকার

টিকিট বিক্রয়ের পরিকল্পনা

প্রথম পুরস্কার—দেয় অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ
দ্বিতীয় পুরস্কার ,, ,, ,, ২৫ ,,
তৃতীয় পুরস্কার ,, ,, ,, ৫ ,,
অতিরিক্ত ২০টী পুরস্কার
প্রতিটী—দেয় অর্থের শতকরা এক ভাগ

আগামী ৪ঠা এপ্রিল বেলা বারটায় জঙ্গীপুর কলেজে প্রকাশ্যভাবে মহকুমা শাসকের তত্ত্বাবধানে ড্রইং হইবে।

টাকা জমা দিবার শেষ তারিখ ২৪শে মার্চ '৫৪

সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়

প্রতি টাকায় দুই আনা কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

জংগীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে এতদিন কেবল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীই ছিল। আগামী বর্ষ (১৯৫৪) হইতে এখানে এই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীও খোলা হইতেছে। সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বেশ যত্ন ও মনোযোগের সহিত এখানে পড়ান হয়।

শ্রীঅমরনাথ রায়, প্রধান শিক্ষক,
জংগীপুর উচ্চ বিদ্যালয় (প্রাথমিক বিভাগ)

WANTED a Matriculate teacher for the Jangipur Muniriah High Madrasah on a monthly pay of Rs. 25/- & usual allowances.

Moniruddin Ahmed, Secretary.

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলকাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।